তারিখ : ১৪ জুন ২০১৭

বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ২০১৭-১৮

বর্তমানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪% ও ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৫.৫% ধরে সর্বমোট ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্র ধরা হয়েছে মোট জিডিপি'র ৩১.৯% যার মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ ২৩.৩% বা সরকারী পর্যায়ে ৮.৬%।

বাজেট তৈরীর কৌশলঃ

প্রথমে আলোচনা করা যাক বাজেট তৈরীর কৌশল নিয়ে। সরকার প্রতি বছর যে বাজেট তৈরী করছেন তার কৌশল ঠিক আছে কি-না বা তাতে কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে কি-না? এ বিষয়ে সরকার তেমন কোনো কিছু কখনো ভেবেছেন বলে মনে হয় না। যেমন, বাজেট বক্তব্যে অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কথা বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী কথা থাকলে তা জনগণের বেশি কাজে আসবে। তাই প্রথমত, বাজেট বক্তৃতার আকার ৫০ পৃষ্টার মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা দরকার, যা অন্যান্য দেশে আছে। দ্বিতীয়ত, বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের চাহিদা ভিত্তিক বাজেট করা যায় কি-না তা ভেবে দেখা দরকার। এটি বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডে করা হয়েছিল এবং এর চমৎকার সুফল পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, বাজেটের কর হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আহরণের উপর প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে তথ্য থাকা দরকার, যাতে করদাতারা তার যুক্তি বুঝতে পারেন। চতুর্থত, যে সব কাজ করতে টাকা লাগেনা কিন্তু জনগণের ভীষণ উপকার হয় তার একটি তালিকা তৈরী করে তা বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই উল্লেখ করা দরকার। যেমন, ঢাকা শহরে বাসে মহিলাদের সিট সংরক্ষণ করতে সরকারের কোনো টাকা লাগেনি কিন্তু তাতে প্রতিদিন প্রায় ৩.৫ লক্ষ মহিলা উপকৃত হচেচ্ছন। কিংবা নিরপরাধী লোক যারা বিনা কারণে কারাগারে আটক আছে তাদের মুক্ত করে দেয়া। এভাবে টাকা ছাড়া প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন যে-সব জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায় তার একটি ফিরিস্তি থাকা দরকার এবং সে জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। পঞ্চমত, বাজেটের শুরুতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুকুল এবং প্রতিকুল বিষয়গুলো কি কি আছে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা থাকা দরকার এবং তার উত্তরণে মোটাদাগে কি কি কৌশল নেয়া যায় তা উল্লেখ করা।

বাজেটে আয়-ব্যয়

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। বিশাল আয়তনের এই বাজেটে রাজস্ব বাবদ আয়ের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের প্রায় ৭২ শতাংশ এবং জিডিপি'র ১৩ শতাংশ। এর মধ্যে আয় ও মুনাফা থেকে অর্জিত হবে প্রায় ৩০% এবং মুসক থেকে প্রায় ৩২%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সরকারের রাজস্ব আয় মূলত পরোক্ষ কর নির্ভর যা প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার পরিপন্থী। কারণ পরোক্ষ করের বোঝা চূড়ান্ত বিচারে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষদেরই বহন করতে হয়। সেই সাথে ১৫% মুসক কোনো মানদন্ডেই গ্রহণযোগ্য নয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আয় অর্জিত হবে মোট জিডিপির ১৩ শতাংশ সেখানে কর বহির্ভূত আয় মাত্র ১.৩%। জনগণের উপর করের বোঝা কমাতে সরকারের কর বহির্ভূত আয়ের উপর বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

সরকার আয় করে না কারণ ব্যয় করতে পারেনা। আবার সরকার বেশি বেশি বৈদেশিক সহায়তা নিতে চায় যাতে অর্থনীতিতে বেশি পরিমান অর্থের যোগান হয়। কিন্তু সরকারের এ দুটো নীতি এখন পাল্টানোর সময় এসেছে। অর্থাৎ সরকারকে আরো বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে এবং বেশি করে বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করতে হবে। সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্য কর হার বাড়িয়ে সীমিত সংখ্যক লোক থেকে কর সংগ্রহ করছে আর বাকীরা করের আওতার

বাইরে রয়ে গেছে। আবার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সূক্ষভাবে অগ্রাধিকার নির্ণয় না করার কারণে অপচয় এবং দুর্নীতি দুটোই বেড়েছে। বস্তুত সরকারের আয় এবং ব্যয় - দুক্ষেত্রে সংখ্যাগত এবং গুণগত পরিবর্তন আনা দরকার।

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো উদ্ভাবনী কৌশলের কথা বলা নেই। কিন্তু ইতোমধ্যে কিছু কৌশল যেমন সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের কথা বিভিন্ন সংস্থা উদ্ভাবন করেছে যাতে গড়ে জন প্রতি ২১ হাজার টাকার মতো ব্যয় করলে একটি পরিবারের দারিদ্র দূর করা সম্ভব হয়। আর সে জন্য যে এক কোটি পরিবারের দারিদ্র দূর করা দরকার তার জন্য দরকার হবে ২১ হাজার কোটি টাকা। যদি আমরা তা তিন বছরের মধ্যে দুর করার পরিকল্পনা করি তাহলে প্রতি বছর ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করলে দারিদ্র দুর করা সম্ভব। এই টাকা মোট উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ৪.৫১%।

বেকারত্ব দুর করার কোনো পরিকল্পনা এই বাজেটে উল্লেখ করা হয় নি। তবে সরকারী খাতে কত বিনিয়োগ করবে এবং বেসরকারী খাত কত করবে তার বর্ণনা রয়েছে। এতে বলা যায় যে, বেকারত্ব দুর করার প্রধান দায়িত্ব সরকার বেসরকারী খাতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। সরকারের উচিত হবে বিভিন্ন খাতের উপর গবেষণা করে কোন খাতে কত বিনিয়োগে কি পরিমান কর্মসংস্থান করা যায় তা নির্ধারণ করে তার জন্য নীতিগত সমর্থন দেয়া এবং সেসব খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

রাজস্ব ব্যয়ের সবচেয়ে বড় খাতগুলো হল বেতন ভাতা, পেনশন ও ভর্তুকি যা এবারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় সিংহভাগ। এটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হওয়ার পর থেকে। রাজস্ব ব্যয়ের আরেকটি বড় অংশ হল ঋণের সুদ পরিশোধ যা এবছর ০.৪৮ শতাংশ কমেছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হল স্বল্পমাত্রার বৈদেশিক ঋণ যা মোট জিডিপির ১.৮%। এবারের বাজেটে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরমাণ বেড়েছে যা জিডিপির ৩.৬%। তবে সরকারি সঞ্চয়পত্রে সুদের পরিমাণ কমালে তা জনগণকে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে নিরুৎসাহিত করবে। বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন সে সাথে প্রয়োজন রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিস্তর পার্থক্য হ্রাসকরণ।

জাতীয় বাজেটে খাত ভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ

শিক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার প্রস্তাবনাগুলো চমকপ্রদ মনে হলেও "সবার জন্য গুণগত শিক্ষা" নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ বাজেট যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও মোট বাজেটের অনুপাতে তা একই রয়ে গেছে (জিডিপি'র ৫.৭%)। জাতীয় আয় ধরে হিসাব করলে এই বরাদ্দ ২.৫ শতাংশের মত যা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাজেটে কোনো প্রস্তাবনা বা করনীয় উল্লেখ করা হয় নি। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই বাজেটে তেমন কোনো উদ্যেগের কথা বলা নেই।

গবেষণা খাত

প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে গবেষণার বিকল্প নেই। তা ছাড়া এক দেশের প্রযুক্তি অন্য দেশে সব সময় খাপ খায় না। তাই বিভিন্ন রকমের লাগসই প্রযুক্তি তৈরী, উদ্ভাবন এবং আর্থ-সামাজিক নীতিমালা তৈরীর জন্য গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে বরাদ্দ থাকছে। যেমন, বিগত অর্থ বছরে মৎস্য খাতে গবেষণার জন্য মাত্র ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বা মাথাপিছু ০.১৫ টাকা। তা দিয়ে প্রায় ১৬.৫ কোটি মানুষের মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি খাতে তিনটি গাড়ী ক্রয় করতে হয়তো এর চেয়ে বেশি টাকা ব্যয় হচ্ছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় না বললেই চলে। তাতে চুড়ান্ত হিসাবে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

পাবলিক সার্ভিস

বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে পাবলিক সার্ভিস ২য় অবস্থানে থাকলেও এর সিংহভাগ চলে যায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনসন খাতে। এই খাতে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ কম, যেটুকু বরাদ্দ আছে তার সিংহভাগ চলে যায় দক্ষতা উন্নয়নে বিদেশ ভ্রমন বাবদ। এক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নে ভ্রমন বাবদ ব্যয় কমিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আনা উচিৎ।

পরিবহন ও যোগাযোগ

বাজেটে বরাদ্দের দিক দিয়ে এটি ৩য় অবস্থানে থাকলেও এডিপি বরাদ্দের দিক দিয়ে এর অবস্থান প্রথম। এর মুল কারণ মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন। তবে প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে কারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হলে এর অপচয় ও জন ভোগান্তি দুটোই বাড়ে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অর্থনীতির উপর। যানজট নিরসনের জন্য বাজেটে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা নেই।

স্বাস্থ্যখাত

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকলের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে, দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য বিশেষ করে হাওর ও চরাঞ্চলের মানুষের জন্য রিভার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নন-কমিউনিকেবল ডিজিস মোকাবেলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। সেই সাথে প্রয়োজন পরিবেশ দূষণ জনিত কারণে মৃত্যুহার হ্রাসকরণের ব্যাপারে ও সকলের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা প্রচলনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য, এ বছর স্বাস্থ্যখাতে মাত্র ০.৭% বরাদ্দ বেড়েছে।

কৃষিখাত

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ২০১২-১৩ অর্থবছরে। তবে এই খাদ্য উৎপাদনে প্রায় ৪৩ লাখ টন রাসায়নিক সার ও ৪৮ লাখ টন রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই মানুষ আজ খেতে পারলেও পুষ্টিজনিত গুপ্ত ক্ষুধা বা নীরব ক্ষুধায় ভুগছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। অথচ সরকার বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত না করে খাদ্যশস্য (খুদ, ভুট্টা, চিটাগুড়) থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা মনুষ্য ও গো খাদ্য উভয়কেই সংকটে ফেলবে। আরেকটি আশংকার বিষয় হল কৃষিখাত দেশের জিডিপিতে সরাসরি আবদান রাখলেও এ খাতের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি (কৃষি ৬.১% ও প্রতিরক্ষা ৬.৪%)। মাঠ পর্যায়ে কৃষিজাত পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য উৎপাদন খরচ বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করে সরকার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। হত দরিদ্রদের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

দেশের জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমশক্তির বিপুল অংশগ্রহণ থাকলেও বর্তমান বাজেটে তাদের জন্য তেমন কোনো সুখবর নেই। বাজেটে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে উল্লেখ থাকলেও বেকারত্বের পরিমাণ উল্লেখ নেই। বাজেটে ২০ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও লেবার ফোর্স সার্ভে বলছে দেশে ৪.৭ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। সফটওয়্যার খাতে ট্যাক্স কমানোর ফলে এ খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। তবে নির্মাণ সামগ্রীর উপর ট্যাক্স আরোপের ফলে নির্মাণ শিল্প ও এর সংশ্লিষ্ঠ কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজেট

বর্তমান বাজেটে প্রতিবন্ধিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ১.৭৬% বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে যার ৭৬% ই প্রতিবন্ধিভাতা। কাজেই প্রতিবন্ধিদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি এই বাজেটে নিতান্তই অবহেলিত। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক বরাদ্দসমুহ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় থেকে বের করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নেয়া প্রয়োজন। সেই সাথে হিজরা জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ ২.৩৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১.৩৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

এরই সাথে দলিত পরিবারের সন্তানদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রব্যবসা পরিচালনার জন্য ঋণ প্রদানের ব্যাপারে বাজেটে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা প্রয়োজন। আদিবাসিদের জন্য বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ বাড়লেও তাদের ভূমি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে বাজেটে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। আদিবাসীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এর পাশাপাশি সেটি পড়ানোর জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরির বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, জলবায়ু বিষয়ক খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের প্রায় ১৯ শতাংশ যা গত বছরের তুলনায় কম। তবে সম্প্রতি হাওর এলাকার বন্যা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি প্রয়োজন সঠিক সময়ে নিষ্ঠার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এখাতে ব্যয়কে দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যয় হিসাবে গণ্য করা যায়।

বাজেট বাস্তবায়ন

বাজেটের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশেষ করে ব্যয় করার সক্ষমতা আছে কি-না এ বিষয়ে যারা প্রশ্ন তুলেন তাদের সাথে বিনয়ের সাথে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি। বাজেটের ৯৮-৯৯% বাস্তবায়ন করতে কোনো সমস্যা হয় না যদি তার জন্য বছরের শুরুতে পরিকল্পনা করে আগানো যায়। এ ছাড়া একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে যে পরিমাণ বাস্তবায়ন করা যাবে কেবল সে পরিমাণ বরাদ্দ এডিপিতে চাওয়া দরকার। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে দক্ষতাভিত্তিক প্রকল্প পরিচালকের তালিকা করা দরকার এবং তার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া দরকার। নারী কর্মকর্তাদের বেশি করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে একটি নীতি থাকা দরকার অর্থাৎ কমপক্ষে ৩০% প্রকল্প পরিচালক নারী কর্মকর্তাদের থেকে নেয়া দরকার। কারণ তাদের সততা এবং দায়িত্বশীলতা পুরুষের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া এডিপি তৈরীতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা দরকার। বাজেট বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা কমানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রশাসনকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রয়োজন যাতে সরকারের রাজস্বের উপর চাপ কমে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রদত্ত বাজেটটি আরো মান সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। এটিতে অনেক অসংগতি, অসম্পূর্ণতা এবং গ্রাহ্যতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

ড. খুরশিদ আলম
চেয়ারম্যান
বিআইএসআর।